গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ)
আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০।

আদেশ নং- ১৫/মূসক/১৪ তারিখঃ ১৬/০৭/১৫ জারির তারিখ ঃ১৬/০৭/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী ঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
কমিশনার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

ঃ মূল আদেশনামা ঃ

১। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনা মূল্যে প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে তা আদেশ জারির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে **প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট** আপিলাত **ট্রাইব্যুনাল,** ঢাকার বরাবরে দাখিল করতে হবে।

৩। আপিল আবেদনের উপর ২০০/- (দুইশত) টাকা মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই সংগে নিম্নলিখিত দলিলাদিও সংযুক্ত করতে হবে ঃ

(ক) ১৮৭০ সনের কোর্ট ফি আইনের ১ নং তফসিলের ৬ নং দফা অনুযায়ী ৪.০০ (চার) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প মূল আদেশের উপর সংযুক্ত করতে হবে।

(খ) আপিল আবেদনের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আপিল আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪২(২)(খ) এবং Customs Act 1969 এর Section 196A এর প্রতি আপিলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিল বিবেচিত হওয়ার পূর্বে মূল আদেশে আরোপিত জরিমানা/ডিউটি ও অন্যান্য করাদি আইনের বিধানমতে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

৫। লিখিত আপিল ছাড়াও আপিলকারী নিজে অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানি দিতে চাইলে তাও লিখিত আপিল আবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬। ক. অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ মেসার্স ক্যাটস আই লিঃ, ৫৪, নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা।
খ. অপরাধের ধরণ ঃ যথাসময় মূসক পরিশোধ না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।
গ. ফাঁকি প্রদত্ত মূসক এর পরিমাণ ঃ ১,৪১,৭১৮/- টাকা।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল এর প্রেরিত প্রতিবেদন ভিত্তিতে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকার গোয়েন্দা ও তদন্ত দল কর্তৃক দায়েরকৃত মূসক ফাঁকি মামলার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল এর কর্মকর্তাবৃন্দ ০৪/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ক্যাটস আই লিঃ ৫৪ নিউ এ্যালিফেন্ট রোড, ঢাকা নামক প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিগত কয়েক বছরের বিক্রয় সংক্রান্ত বিবরণী এবং মূসক সংক্রান্ত রেজিস্টার ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করেন। অতঃপর অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারাইজ সিস্টেম হতে প্রতিষ্ঠনের কর্মকর্তাগণ কিছু তথ্য যথা- সেলস স্টেটমেন্ট, প্রফিট এন্ড লস একাউন্ট, অডিট রিপোর্ট এবং মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন সরবরাহ করেন যা মূসক-৫ দিয়ে আটক করেন। উক্ত তথ্যাদি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষায় মূসক ফাঁকির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ এ সম্পর্কে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে জিজ্ঞাসা করেন। এ পর্যায়ে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ মূসক ফাঁকির বিষয়টি স্বীকার করেন এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান দুইটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন ও ম্যানেজার (একাউন্টস) জনাব মোঃ আবু সাদ তদন্ত টিমের নিকট

মৌখিকভাবে অঙ্গীকার করেন যে, ক্যাটস আই লিঃ ও মনসুন রেইন লিঃ এর শোরুম ভিত্তিক মূসক ফাঁকির হিসেব তারা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকায় এক সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করবেন। প্রসঙ্গতঃ কর্মকর্তাগণ উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠান দুইটির মালিক একই এবং একই কার্যালয় হতে প্রতিষ্ঠান দুইটি পরিচালনা করা হয়। প্রতিষ্ঠান দুইটির কর্মকর্তাগণের অঙ্গীকার মোতাবেক বিগত ১৭.০১.২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাঁদের স্বাক্ষরে প্রতিষ্ঠানটির শোরুমের বিপরীতে জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক মূসক পরিশোধ ও মূসক ফাঁকি সংক্রান্ত হিসাব বিবরনী দাখিল করেন। প্রাপ্ত হিসাব বিবরণী তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর,২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান আলোচ্য শোরুমের মাধ্যমে মূসক ছাড়া সর্বমোট ৪,১৪,৩৮,৯৮৯/- টাকা মূল্যের নিজস্ব ব্রান্ডের পণ্য বিক্রয় করেছে। যার বিপরীতে প্রদেয় মূসক এর পরিমাণ দাড়ায় মোট ১৪,১৮,৭২৯/- টাকা। পক্ষান্তরে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সময়ের দাখিলকৃত হিসাব বিবরণী পরীক্ষা করে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ দেখতে পান যে, উক্ত মেয়াদে মোট ১২,৭৭,০১১/- টাকা মূল্য সংযোজন কর প্রদান করেছেন। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সময়ে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি সর্বমোট (১৪,১৮,৭২৯-১২,৭৭,০১১) = ১,৪১,৭১৮/- টাকা মূসক ফাঁকি দিয়েছেন।

০২। প্রতিষ্ঠানের এরূপ কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬, ধারা-৩১ ও ধারা-৩২ ও একই আইনে প্রণীত মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৬, বিধি-২২ ও বিধি-২৩ এর লংঘন । প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বর্ণিত পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর ফাঁকির বিষয়টি স্বীকার করে ফাঁকিকৃত মূসক বাবদ ১,৪১,৭১৮/- টাকা এ,বি ব্যাংক ধানমন্ডি শাখার পে অর্ডার নম্বর-১১৮০৫.০৬ তারিখঃ- ২২/০১/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে পরিশোধ করে পে অর্ডার এর মূল কপি সিআইসিতে দাখিল করেন। সিআইসি সে অর্ডারসহ বিস্তারিত বিবরণী অত্র কমিশনারেটে প্রেরণ করেন। প্রেরিত পে-অর্ডারের কপি এ কমিশনারেটের পত্র নং-ঢাকা (দঃ)কমিঃ/৪/মূসক/৮(০৫) করফাঁকি/সিআইসি/বিচার/২০১২/২৮৩.(১-২) তারিখঃ- ১১/০৬/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ধানমন্ডি সার্কেল অফিসে প্রেরণ করা হয়। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিস পে-অর্ডারের ১,৪১,৭১৮/- (এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশত আঠার) টাকা ট্রেজারী চালান নং- ১২৯২ তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর খাতে জমা প্রদান করে চালানের সত্যায়িত কপি এ দপ্তরে প্রেরণ করেছেন। উদঘাটিত ফাঁকিকৃত মূসক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করায় মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা-৫৫ অনুযায়ী দাবীনামা জারির প্রয়োজন হয় নাই। তবে প্রতিষ্ঠানটি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপধারা (২) এর অপরাধ সংঘটন করেছে ।

কারণ দর্শানো নোটিশ, নোটিশের জবাব ও শুনানি

কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা কর্তৃক পত্র নং-৪/মূসক/৮(১৪২)কর ফাঁকি/বিচার/২০১৩/৫৫০, তারিখঃ ২৯/১২/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানান যে, পরিহারকৃত সমুদয় রাজস্ব ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া তারা জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিষ্ঠানকে এ দপ্তর হতে মাসিক ভিত্তিতে ভ্যাট পরিশোধের জন্য যে মৌখিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয় সে মোতাবেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মাসিক ভিত্তিক প্যাকেজ ভ্যাট প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অনিয়ম না ঘটে সেজন্য তারা সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী কোন জরিমানা আরোপিত হলে তা যথাসময়ে পরিশোধ করে এ দপ্তকে অবহিত করবেন মর্মে জানান। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ভুলত্রুটি স্বীকার করে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন।

পর্যালোচনা

মামলার প্রতিবেদন , কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ও শুনানীতে উপস্থিত প্রতিনিধির বক্তব্য পর্যালোচনা করা হল। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে প্রতিষ্ঠানটি তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে এবং ফাঁকিকৃত মূসক ১,৪১,৭১৮/- টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করেছে। পাওনা রাজস্ব ইতোমধ্যে পরিশোধ করায় মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫৫ এর উপধারা (৩) অনুযায়ী চূড়ান্ত দাবীনামা জারির বিষয়টি উদ্ভব হয়নি।

আদেশ

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনীত অভীযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় মূল্য সংযোজন কর ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপধারা ২ অনুযায়ী ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হল। ফাঁকিকৃত মূসক ইতোমধ্যে পরিশোধ করায় আরোপিত অর্থদন্ড বাবদ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা ও ফাঁকিকৃত মূসক ১,৪১,৭১৮/- (এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশত আঠার) এর উপর মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা -৩৭ (৩) অনুযায়ী ১,০২,০৩৭/- (এক লক্ষ দুই হাজার সাতত্রিশ) টাকা সুদ সহ মোট ১,৭৭,০৩৭/- (এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার সাতত্রিশ) টাকা অবিলম্বে পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

o/c

ইসমাইল হোসেন সিরাজী
কমিশনার (চঃ দাঃ)

নথি নং-৪/মূসক/৮(১৪২)কর ফাঁকি/ বিচার/২০১৩/ ৫৫৪(৩)

তারিখ ঃ১৫/০৭/২০১৫ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য -

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ক্যাটস আই লিঃ, ৫৪, নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা।
০২। বিভাগীয় কর্মকর্তা , কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ধানমন্ডি বিভাগ। } তাকে রায়ে উল্লিখিত অর্থদন্ডের টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হল।
০৩। রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, নিলক্ষেত সার্কেল।
০৪। দ্বিতীয় সচিব (মূসকঃ আইন ও বিচার), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৫। অফিস কপি।

o/c

১৬/৭/১৫
মোঃ শওকাত হোসেন
অতিরিক্ত কমিশনার